আজাদ আলম এর তিনটি কবিতা

আক্ষেপ

হৃদয়ের জানালায় জাল বুনেছে মাকড়সা
মনের মন্দিরে আলো নেই শুধু ঘন কুয়াশা
ফুসফুস ফুলে উঠে ঘন বিষাক্ত বাতাসে
পিত্ত বর্ণহীন চিত্ত-হীন ম্রিয়মাণ ফ্যাকাসে
শিরায় শিরায় কলিজায় বহে সীমারের খুন
মগজের প্রকোষ্ঠে জ্বলে প্রতিশোধের আগুন
চোখের জ্যোতি ঘুমন্ত কর্ণে গভীর নীরবতা
আচার বচনে হুঁশ নেই, নেই কোন কুশলতা
হাতের কব্জিতে নিশপিশ করে অসুরের বল
দুর্বৃত্তের মিছিলে যেতে পায়ের পাতারা চঞ্চল
অদ্ভুত এক আঁধারে নিমগ্ন আমার সমস্ত শরীর
কে যেন বলেই চলেছে, "তুমি অযোগ্য এ পৃথিবীর!
তুমি অসহ্য এ পৃথিবীর!! তুমি অচ্ছুত এ পৃথিবীর!!!

আমি চাই

হিংসা, জিঘাংসার আমূল উৎপাটন চাই
ধর্মের দলাদলি, কোন্দলের অবসান চাই
নতুন প্রজন্মের জন্য সঠিক নেতৃত্ব চাই
বেদনার আঙ্গিনায় শারদীয় আলিম্পন চাই
প্রশান্ত মানবতার উষ্ণ আলিঙ্গন চাই
মিথ্যার কবরখানায় সত্যের সিংহাসন চাই
আমিত্বের বিনাশ ভ্রাতৃত্বের প্রজনন চাই
সীমান্ত-বিহীন এক খণ্ড সবুজ আস্তরণ চাই
মাতৃগর্ভের মত নিরাপদ আবাসন চাই
বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুন, “জাগো বাহে কোনঠে সবাই”।

স্বগতোক্তি

অনেক হয়েছে আত্ম তুষ্টি লাভ, অনেক করেছ পাপ, মহাপাপ
এবার ফেরাও মুখ, বন্ধ কর অযথা আস্ফালন অহেতুক দৌড় ঝাপ
এবার ফেরাও দৃষ্টি, অনন্ত মহা সৃষ্টির দিকে, খোজ দেখি কুল কিনারা
হদিস মেলে কি? চিত্তে জ্বলে কি উত্তর? নাকি শুরুতেই হয়েছ দিশেহারা
এবার ফেরাও মন, ধেয়ান কর, গাহন কর বিশুদ্ধ কোন সরোবরে
নম্র কর স্বর,নত কর মাথা, অনুতাপ জাগুক তোমার বিগলিত অন্তরে
এবার খোঁজো অদৃশ্যকে, অবিমিশ্র নিশীথে অথবা প্রকাশ্য দিবালোকে
প্রার্থনা কর মহা পরিত্রাণের, ঠাই যেন পাও স্বর্গলোকে ।
হে অদৃশ্য তুমি কোথায়, কোথায় তোমার গোপন বসবাস
ধর্মের অনুশাসন মানি আর না মানি যতক্ষণ আছে শ্বাস
তুমি আছো জানি নিরাকার,বদ্ধমূল ধারনা এ আমার
তাইতো এত উদগ্রীব এ মন শুধু তোমাকে দেখার
একাগ্রতায় তাকিয়ে থেকেছি নায়াগ্রার প্রপাতে, জয় করেছি হিমালয়
হাবল টেলিস্কোপেও চোখ রেখেছি তোমাকে পাওয়ার ব্যাকুল বাসনায়
কোথায় তুমি? তোমার অস্তিত্ব ছুঁতে আমি ছুটে যাই রক্তের শিরায় শিরায়
বিনিদ্র রজনী কাটে হাটে ঘাটে মাঠে নদী জল সাগরের অকুল কিনারায়
উঠে সূর্য ডুবে তারা
জাগে পাখপাখালিরা
তার সাথে জাগি আমি
উন্মুখ রই চোখ কান পেতে
বুঝি নামলো স্বর্গের সিঁড়িপথে
আমার অদৃশ্য অন্তর্যামী।